দৈনিক সংবাদ
তারিখ 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

মতামত

গণশিক্ষা কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

চন্দন কিরণ মজুমদার

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সার্বজনীন 'গণশিক্ষা' প্রধানমন্ত্রী খালেদার বিএনপি'র আমলে শেষ হতে যাচ্ছে। নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর জেলা— মানে বৃহত্তর নোয়াখালীর ১৫টি উপজেলায় গণশিক্ষা কার্যক্রম '৯১ ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যাবে। এই মর্মে কর্মীদেরকে চাকরিচ্যুতির পত্রও দেয়া হয়েছে। ১২ বৎসর পরে চাকরি হারানোর অভিশাপ কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও দুশ্চিন্তার আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ডানিডা (ডেনমার্কের সাহায্যপুষ্ট) ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ চুক্তির মাধ্যমে গণশিক্ষা প্রকল্পটি শুরু হয়। প্রথমে বৃহত্তর নোয়াখালীর ৩টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়।

আমরা যারা শহরে থাকি তারা অনুমানও করতে পারব না যে, লেখাপড়ার প্রতি গ্রামের মানুষের প্রচণ্ড অনীহা, গ্রামের মানুষ ভাবে শিশুকে লেখাপড়া শিখিয়ে কি লাভ? তার চেয়ে বাবা-মায়ের গৃহস্থালিতে সাহায্য করলেই আয়ের পথ সুগম হবে — পেটে অন্ন জুটবে। সেই অন্ধকার অবস্থা থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে গণশিক্ষার কর্মীরা বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে বৃহত্তর নোয়াখালীর ৩টি উপজেলার গণশিক্ষার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ফলে পরবর্তীকালে তা প্রসারিত হয়ে বর্তমানে ১৫টি উপজেলার প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নে সম্প্রসারিত হয়েছে। এভাবে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ ও ২-এর জন্ম হয়। এক কথায় গণশিক্ষাকে ডানিডার 'কভার পেইজ' বলা হত। বর্তমানে তা বিলুপ্তির মুখোমুখি। জানা যায়, সরকারী কর্মকর্তা ও বিদেশীদের সাথে কাজকর্মে বনিবনা হচ্ছে না। তাই প্রকল্পটি জুন '৯২-এর পূর্বেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

সুদীর্ঘ ১১/১২ বছরের গণশিক্ষা কার্যক্রম '৯১ ডিসেম্বরে বন্ধ হয়ে যাওয়া বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতি চাপ স্বরূপ। সরকার ডেনমার্কের সাহায্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সঠিক নির্ধারণ করে ১৯৯২ সনের জানুয়ারী থেকেই বৃহত্তর নোয়াখালীর গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার প্রচেষ্টা চালাবেন। এতে গণশিক্ষার কর্মরত ২৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী " বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন। এছাড়া, প্রায় দু'হাজার সেবক শিক্ষক —যারা ৫ শ' টাকা সম্মানী ভাতায় শিক্ষা কার্যক্রমকে সার্বিকভাবে চালু রেখেছেন তারাও দারিদ্রমোচনে মাসিক ৫ শ' টাকা থেকে বঞ্চিত হবেন।

বর্তমানে প্রস্তাবিত গণশিক্ষা প্রকল্পটি 'একনেক'-এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদনের সাথে সাথে ডেনমার্কের সাহায্যের হাত প্রশস্ত করে ২৩৮ জন কর্মীর সমাজসেবার সুযোগ করে দেবার দাবী এই এলাকার জনসাধারণেরও।

শিশুশিক্ষা কার্যক্রম ৩ বৎসর মেয়াদী অর্থাৎ 'ক' দল থেকে 'খ' দল এবং 'খ' দল থেকে 'গ' দলে উন্নীত হত। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যা ২য় শ্রেণীর সমতুল্য তাই 'গ' দল অতিক্রান্ত হলেই শিশুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হত। শিশুদের জন্য 'আমার সহায়িকা' (ক, খ, গ ও মূল বই) ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য 'বড়দের পড়া' ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ বইগুলো গণশিক্ষা কার্যক্রমের উপকরণ উন্নয়ন বিভাগের দক্ষ কর্মকর্তাদের দ্বারাই তৈরী — যা বাংলাদেশ প্রাইমারী শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রশংসিত। গত বৎসর শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রদর্শিত ময়মনসিংহে পুস্তক প্রদর্শনীতে ১৩টির মধ্যে ১১টি পুরস্কারই নোয়াখালীর গণশিক্ষা কার্যক্রম পেতে সক্ষম হয়।

এ পর্যন্ত গণশিক্ষা কর্মসূচীর শিশুকেন্দ্রগুলো হতে 'গ' দলের পাঠ্যক্রম শেষ করে এক লাখ দুই হাজার এক শ' পঁচিশ জনকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়েছে — সেটা হল ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্যন্ত শিক্ষা কোর্সের আওতায়।

এ গণশিক্ষা কর্মসূচী কর্তৃক প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। কোন টাকা প্রদান করে বৃত্তি দেয়া হয় না—১ জোড়া স্যাণ্ডেল, ২টি লুঙ্গী, ২টি সার্ট অথবা ২টি কামিজ, ২টি সেলোয়ার, ৪টি খাতা, ৪টি কাঠ পেন্সিল এবং ১টি স্কুলব্যাগ ইত্যাদি বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হয়। দেশের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রতি বছর বৃত্তি দেয়া হয়েছে। এ যাবৎ মোট পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ' বাহাত্তর জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া গণশিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃহত্তর নোয়াখালীর ২৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার, পুনঃ নির্মাণ বা কক্ষ বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আসবাবপত্রও প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে।

বয়স্ক কর্মসূচীর আওতায় এযাবৎ ৩৬,১১৬ জন পুরুষকে সাক্ষর করে তোলা হয়েছে এবং ৩২,৬৪৪ জন মহিলাও নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এসবই বৃহত্তর পরিসরে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৭৮ সন থেকে এ পর্যন্ত গণশিক্ষাকে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে প্রেষণে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানেও একজন সিনিয়র পদে অধিষ্ঠিত প্রশাসনিক ক্যাডারের সহ-অধ্যাপক শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কর্মসূচী ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের লোক নিযুক্ত থাকার পরও গণশিক্ষা কার্যক্রম ডিসেম্বর '৯১ তে বন্ধ হওয়া সত্যিই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। অথচ একদিন সবাই ভেবেছিল বৃহত্তর নোয়াখালী গণশিক্ষাদান পদ্ধতির মডেল সমগ্র বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়োপযোগী ও অনুকরণীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের পদ্ধতি পরিচালনার দায়িত্বে প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োজিত আছেন। ইউনিয়ন পর্যায়েও তদ্রূপ মহিলা ও পুরুষ কর্মীরা যথেষ্ট পরিশ্রম করে এ কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। এভাবেই বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ২৩৮জন কর্মী ডিসেম্বর '৯১ এর পর থেকে বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বসবাস করবেন। অনেক কর্মী আছে, যারা জীবনের মূল্যবান সময়টি এই কর্মসূচীর পেছনে ব্যয় করেছেন।

বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে কাজে লাগানোর কথা বলা হচ্ছে। এখন গণশিক্ষা কার্যক্রম '৯২ সালে বন্ধ করে দেয়া হবে —এসব কথা মূল্যহীন এবং আন্তরিকতাবর্জিত হয়ে পড়বে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাকার্যক্রমটিকে ধরে রাখার জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।